দৈনিক ইত্তেফাক
০৪/০২/১৫

শিক্ষা

ক্রীড়া-শিক্ষা'র ধ্বংস

ড. এম আজিজুর রহমান

শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষ। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, উৎপাদন-শীল কর্মক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাথে সুস্থ দেহ ও মনের সংমিশ্রণে মানুষ রূপান্তরিত হয় মানবসম্পদে। উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এর সবটুকুই সব সময় শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন খেলাধুলা ও শরীর গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহমর্মিতা ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গঠিত হয়। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির জন্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জন্মগতভাবে মানুষ বিনোদন পিপাসু হয়। ক্রীড়া শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের এই সহজাত পিপাসা পূরণ করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো যায়। আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রীড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্রীড়া শিক্ষা ও ক্রীড়াঙ্গন উন্নয়নকল্পে প্রয়োজন এতদসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ক্রীড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কিত সুচিন্তিত কিছু দিক-নির্দেশনা দেয়াই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,০৭,৫৫৬। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭,৬৭২টি, রেজিষ্টার্ড, নন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯,৬৮২টি, নন-রেজিষ্টার্ড, নন-গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০৬টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২,০৯৭টি। অর্থাৎ শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আলাদা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০,৩৯৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদরাসার সংখ্যা প্রায় ২৬,৯৯৮টি। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮,৫০০, স্কুল এন্ড কলেজ ৬৩৮, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ১,১৭৫, দাখিল মাদরাসা ৬,৬৮৫, আলিম মাদরাসা ১,৩১৫। প্রতিটি স্কুলে ১টি ক্রীড়া শিক্ষকের পদ রয়েছে। এই শূন্যপদ পূরণে সমসংখ্যক বি.পি.এড ডিগ্রিধারী শিক্ষকের প্রয়োজন। এর বিপরীতে কম বেশি ২৫,০০০ শিক্ষকের বি.পি.এড ডিগ্রি রয়েছে। তাই (১,০৭,৫৫৬-২৫,০০০)=৮২,৫৫৬টি শূন্যপদ পূরণের জন্যে অবিলম্বে সমসংখ্যক বি.পি.এড ডিগ্রিধারী শিক্ষকের প্রয়োজন।

রেজিষ্টার্ড স্কুল ছাড়াও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা কত তার কোন পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। আবার শহরে-বন্দরে ঘনবসতিপূর্ণ ব্যস্ত এলাকায় কতগুলো স্কুল দুই শিফটে কার্যক্রম পরিচালনা করে তার কোন পরিসংখ্যান জানা নেই। শুধু স্কুলগুলোতেই যে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তা নয়, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বি.পি.এড প্রশিক্ষণধারী শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশি নয়, মাত্র ১৬১টি। যেমন সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১৪টি, বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ৮৫টি, সরকারি কারিগরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১টি, সরকারি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ৫টি এবং মাদরাসার টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ১টি। এসব প্রতিষ্ঠানে একজন করে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রয়োজন হলে এ খাতে ১৬১ বি.পি.এড ডিগ্রিধারী শিক্ষকের দরকার।

তাই রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, রেজিষ্টার্ডবিহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন এবং দুই শিফটে পরিচালিত রেজিষ্টার্ড স্কুলগুলোকে বিবেচনায় আনলে ন্যূনতম ১ লাখ বা তার বেশি বি.পি.এড ডিগ্রিধারী শিক্ষক এ মুহূর্তে প্রয়োজন।

ব্যান বেইসের তথ্য অনুযায়ী (http:/www.banbais.gov.db-bb/) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাত্র ২৭টি বি.পি.এড কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ৪টি কলেজে ছাত্রসংখ্যা ৬৮৮ জন এবং বেসরকারি ২৩টি কলেজে ছাত্রসংখ্যা ২,৭৩৪ জন। অর্থাৎ প্রতিটি কলেজে গড়পড়তা ছাত্রসংখ্যা ১২৬। আগেই বলা হয়েছে স্কুল-কলেজগুলোতে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রায় ১ লাখ শূন্যপদ রয়েছে। এই পদ পূরণের জন্যে ২৭টি কলেজ যথার্থ নয়। তারপরও যদি এ কলেজগুলোর মাধ্যমে এ বিশাল শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয় তবে এর জন্যে প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে যা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। তাই অবিলম্বে ক্রীড়া শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বিকাশ লাভ করে। আর সুস্থ দেহ ও মনে মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। তাই সুস্থ, কর্মক্ষম নাগরিক গঠনে ক্রীড়া শিক্ষার বিকল্প নেই। একদিকে ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট অন্যদিকে নিবন্ধন নামক পরীক্ষা ক্রীড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বর্তমানে ক্রীড়া ও ক্রীড়া শিক্ষকের যে সংকট রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে তা আরও প্রকট রূপ লাভ করবে এবং ভাবী জাতিগঠনে তা সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। তাই বিষয়টির প্রতি সরকার ও সচেতন মহলের দৃষ্টি ফিরিয়ে ক্রীড়া শিক্ষা কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে বাস্তব উপযোগী করে তুলতে হবে। ক্রীড়া শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার করার জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

[লেখক: ভিসি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]